আজকের কাগজ

তারিখ 29 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

02

নান্দাইলে গণশিক্ষা ব্যাহত

কর্মকর্তাদের উদাসীনতা ও প্রশিক্ষকের গাফিলতি

আজিজুর রহমান ভূঞা ঃ নান্দাইলে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের উদাসীনতা ও প্রশিক্ষকদের কাজে গাফিলতির জন্যে থানার ৬টি ইউনিয়নের ৪০টি গণশিক্ষা কেন্দ্রের সবক' টিতেই শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষাদান ছাড়াই শিক্ষকরা গত ৬ মাস ধরে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা উত্তোলন করেছেন।

জানা গেছে, গত মে ৯২ থেকে বাংলাদেশ সরকারের গণশিক্ষা কর্মসূচির আওতায় নান্দাইল থানার ৬টি ইউনিয়নের ৪০টি কেন্দ্রে, নিরক্ষর লোকদের অক্ষরজ্ঞান দানের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি নৈশ বিদ্যালয়ে ১ জন শিক্ষক নিয়োগ, প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক, খাতা, পেন্সিল, হারিকেন ও জ্বালানিসহ যাবতীয় দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে সরবরাহ করা হয়। নৈশ বিদ্যালয়গুলোতে প্রথম দিকে শিক্ষাদান চললেও কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রায় সব কটি কেন্দ্রেই শিক্ষকদের অনুপস্থিতি চলতে থাকে। এমনকি শুধু খাতাপত্রে কার্যক্রম দেখানোর নজীরও দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রে এসব বিদ্যালয়ের অস্তিত্বই নেই। হিসেব করে দেখা গেছে গত মে মাস থেকে ৪০টি কেন্দ্রে নিয়োজিত শিক্ষক জনপ্রতি মাসিক ভাতা চারশ' টাকা, জ্বালানি পঞ্চাশ টাকা, প্রতি মাসে প্রশিক্ষণ বাবদ পঞ্চাশ টাকা, অথাৎ সর্বমোট ছয়শ' টাকা উত্তোলন করেন। তাছাড়া ৬টি ইউনিয়নকে ৩টি ব্লকে ভাগ করে তিনজন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কি না পর্যবেক্ষণের জন্যে তাদেরকেও জনপ্রতি মাসিক এক হাজার টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এ হিসেবে গত ৬ মাসে নান্দাইল থানার ৬টি ইউনিয়নে গণশিক্ষা কার্যক্রমের নামে দেড় লক্ষাধিক টাকা অপচয় হয়েছে। বেশ কটি কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে এসব কেন্দ্রে আদৌ কোনো গণশিক্ষা কার্যক্রম চলে না এবং অতীতেও চলতো কিনা তাও সন্দেহের ব্যাপার। অথচ গণশিক্ষার নামে সরকারি কোষাগার থেকে লাখ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। এ অবস্থায় নান্দাইলের গণশিক্ষার নামে সরকারি 'অর্থ অপচয় এবং বিষয়টি তদন্তের জন্যে ভুক্তভোগী মহল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছেন।